# তাওহীদের শেষ কথা

শাইখ সুলাইমান ইবনু নাসির আল-আলওয়ান

অনুবাদ ও টীকা
মাহমুদ আযহার

(তাকমীল) জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা।
(অনার্স চলমান) কুল্লিয়াতুশ শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ
আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, কায়রো, মিশর।

ইখওয়াহ
পা ব লি কে শ ন

# তাওহীদের শেষ কথা

শাইখ সুলাইমান ইবনু নাসির আল-আলওয়ান
**অনুবাদ ও টীকা:** মাহমুদ আযহার

**প্রকাশকাল:** ইসলামি বইমেলা
১৪৪৭ হিজরী, ২০২৫ ইংরেজি

**গ্রন্থস্বত্ব:** প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

**প্রচ্ছদ:** আহমদ বোরহান

**অঙ্গসজ্জা:** শাহরিয়ার হাসান

**প্রকাশক**

ইখওয়াহ পাবলিকেশন

**পরিবেশক**

পুনরায় প্রকাশন
৩০৩, তৃতীয় তলা, কওমি মার্কেট, ৬৫ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল: ০১৪০১-২০ ১২ ৪৩

*Tawheed-er Shesh Kotha* by Sheikh Sulaiman Ibn Nasir Al Alwan, Translated by *Mahmud Azhar*, Published by Ikhwah Publication, Dhaka, Bangladesh. First Edition September -2025

**Price:** BDT 355.00

**উৎসর্গ**

শাইখ সুলাইমান ইবনু নাসির আল-আলওয়ান এবং কারাবন্দি সকল মুওয়াহহিদ মুজাহিদ শাইখগণকে।

# অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য—যিনি আমাদের ইসলামের ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেছেন। ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন। আরো বেশি শোকর আদায় করি এজন্য যে—তিনি আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'উম্মাত' হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। তাঁর ওপর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমুদ দান করুন। সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। তাঁদের কবরগুলো জান্নাতের বাগিচায় পরিণত হোক। দ্বীনের জন্য তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা আল্লাহ কবুল করুন।

একজন মুসলিমের ইহকাল ও পরকালে মুক্তি ও শান্তির জন্য 'আকীদাহ' শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়; বরং আকীদা-ই প্রথম ও প্রধান বিষয়। বিশুদ্ধ আকীদাহ গ্রহণ এবং বিশুদ্ধ আকীদাহ লালন করা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে না। জান্নাতে যেতে পারবে না। আর 'হক' কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে নির্দিষ্ট নয়। সংখ্যার আধিক্যতাও হকের দলীল নয়। হক আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর সাথে সংযুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহ হলো আল্লাহর রশি, যা আমাদের জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো—আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা, মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকা। জীবনের প্রত্যকটি অংশে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলা এবং নিষ্ঠার সাথে আমল করা।

আকীদার ক্ষেত্রে সালাফে সালিহীন—সাহাবী, তাবেয়ি ও তাবে-তাবিয়িগণের অনুসরণ অপরিহার্য বিষয়। সালাফদের বাদ দিয়ে খালাফদের অনুসরণ করা যাবে না–এতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হওয়ার অনিবার্য শঙ্কা রয়েছে। আমরা কুরআন-সুন্নাহকে ধারণ করবো সালাফদের (ফাহম) বুঝমতো। দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারীদের বাড়াবাড়ি, বাতিল লোকদের মিথ্যাচার, এবং মুর্খ লোকদের বিকৃতি থেকে বিরত থাকবো। কুরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করে কোনো ধরণের দলপ্রীতি, মাসলাকবাজি ও গোঁড়ামিতে লিপ্ত হবো না।

আমি একজন অযোগ্য মানুষ। ইলমে ও আমলে অত্যন্ত দুর্বল। আমার দুর্বলতা ও কমতির কোনো অভাব নাই। আমি ভুলত্রুটিরও ঊর্ধ্বে নই। আমি আমার

সাধ্যমত নির্ভুলভাবে কাজ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। তবুও তো—আমি একজন মানুষ। ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, অবহেলা ও অসতর্কতায় অনেক ভুলভ্রান্তি হওয়া, ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়া, এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তবে কারও চোখে যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, তাহলে দ্বীনিভাই হিসেবে অবগত করে শোধরে দেওয়ার অনুরোধ রইল। নিশ্চয়ই আমি আমার ভুলগুলো শুধরে নেব। উম্মাহর খিদমতে আমার এই শ্রম আল্লাহ কবুল করুন, পরকালে নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। বিশেষ করে মহান আল্লাহ আমাদের শাইখ—আল্লামা সুলাইমান ইবনু নাসির আল-আলওয়ানের মুক্তিকে তরান্বিত করুন, আমীন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি শাইখ আলওয়ানের ‘আল-কাওলুর রশীদ ফী হাকীকাতিত তাওহীদ’–এর বঙ্গানুবাদ। আমি একে নামকরণ করেছি ‘তাওহীদের শেষ কথা’। আমি আমার সাধ্যমত নির্ভুলভাবে সাবলীল অনুবাদ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছি। আকীদাহ শাস্ত্রের বই হওয়ায় শাস্ত্রীয় আলিমদের বক্তব্য তুলে ধরেছি। এবং পাঠকদের প্রতি লক্ষ্য করে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছি, যাতে সব শ্রেণির মানুষের জন্য সুখপাঠ্য হয়। আল্লাহ তা’আলাই তাওফীকদাতা।

মাহমুদ আযহার
অধ্যায়ণরত আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, কায়রো, মিশর।
৮ সফর ১৪৪৭ হিজরী
৩ আগস্ট ২০২৫ ঈসায়ী

# সূচিপত্র

## ভূমিকা

শিরক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চলবে ....................................১৬

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সফলতার চাবি ..............................................৫১

প্রথম অধ্যায়

## তাওহীদের তাৎপর্য

তাওহীদ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ কারা? ....................................৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়

## তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদের প্রথম প্রকার ........................................................৮৪

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও পৌত্তলিকদের আকীদাহ ............................৮৭

আল্লাহ তা'আলার নামে পশু জবাই করা ......................................৯৬

আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করা.........................................১০৩

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য .............................................১১৪

তাওয়াক্কুলের ফযীলত ........................................................ ১১৬

প্রকৃত তাওয়াক্কুল ও বর্তমান বাস্তবতা ......................................১২১

মান্নত: একটি স্বতন্ত্র ইবাদত..................................................১২৪

রুকূ ও সেজদা: নৈকট্য লাভের উত্তম পথ ................................. ১২৮

## তৃতীয় অধ্যায়
## শিরকের প্রকারভেদ


গায়রুল্লাহর নামে হলফ করা........................................১৩৮

কথার ক্ষেত্রে শিরকে আসগার........................................১৪৮

গায়রুল্লাহর জন্য ইলম শেখার বিধান ........................................১৫০


## চতুর্থ অধ্যায়
## তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত


সিফাতের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থে ঈমান রাখা সালাফদের মাযহা ....... ২১৮

তাশবীহ বনাম তা'তীল: কোনটি অধিক ভয়াবহ?.........................২৪৮


## পঞ্চম অধ্যায়
## আশ'আরী-মাতুরিদি ও আহলুস সুন্নাহ


কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়?................. ২৫৭

আশ'আরিদের সিফাতবিষয়ক অবস্থান পর্যালোচনা ........................২৭২


## ষষ্ঠ অধ্যায়
## ইলমুল কালাম: সংজ্ঞা ও প্রাথমিক ধারণা


সালাফদের দৃষ্টিতে ইলমুল কালাম........................................... ২৮১

ইলমুল কালাম ও বিদআতের ভয়াবহতা সম্পর্কে
একটি বাস্তব উপলব্ধি .....................................................২৮৬

শয়তান ও তার দোসরদের ধোঁকা ...........................................২৮৯

# ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী কিতাসমূহ নাযিল করেছেন এ জন্য যে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হবে। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর আল্লাহ তা'আলাকে এককভাবে সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা হবে—যেমন: ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাওয়াক্কুল-ভরসা, খাশিয়াহ (গভীর ভয়), ইনাবাহ (তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন)—এবং এজাতীয় আরো অন্যান্য ইবাদত, যেগুলোর আদেশ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে করেছেন এবং তাঁদের ওপর ফরজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আর আমি জ্বীন এবং মানব জাতিকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে।"–*সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬।*

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

وَمَآ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيۡنُ الۡقَيِّمَةِ

> তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে; আর এটিই হল সঠিক দ্বীন।"–*সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫।*

ইখলাসের বাস্তবতা ও প্রকৃত অবস্থা হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করা। একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁর ইবাদত করা। ইবাদত-বন্দেগিকে যাবতীয় ভেজাল ও দোষ-ত্রুটি থেকে শোধন করে তাঁরই জন্য ব্যয়িত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحۡكِمَتۡ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِنۡ لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ خَبِيۡرٍ، اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِىۡ لَـكُمۡ مِّنۡهُ نَذِيۡرٌ وَّبَشِيۡرٌ

> আলিফ-লাম-রা[১]। এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্থিত করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্ত্বার পক্ষ থেকে। (এ মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।"–*সূরা হুদ, আয়াত: ১–২।*

কুরআন—তার পুরো অংশজুড়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাওহীদের বয়ান করেছে। তাওহীদের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছে। কুরআনের এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না, যেখানে তাওহীদের কোনো প্রমাণ বা নির্দেশনা নেই। কারণ, তাওহীদই সবচেয়ে বড় ফরজ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্যই আল্লাহর কিতাবে সর্বপ্রথম নির্দেশ ছিল— 'তাওহীদের নির্দেশ'।

১. এগুলোকে বলা হয় আল-হুরুফুল মুকাত্তাআত তথা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এ রকম হরফ পবিত্র কুরআনে মোট ২৯ জায়গায় রয়েছে। এসবের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ অবগত নন।" –অনুবাদক।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–"

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

> হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকিন হতে পারো।"*—সূরা বাকারা, আয়াত : ২১।*

প্রকারান্তরে পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নিষেধ হলো শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ। যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–"

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

> যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা করেছেন, আর আসমানকে করেছেন ছাদ। এবং তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তার মাধ্যমে তোমাদের জন্য রিযকস্বরূপ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।"
> *—সূরা বাকারা, আয়াত: ২২।*

যদি কোনো বান্দা সালাত-নামায, সাওম-রোযা, হাজ্ব, যাকাত ও সাদাকা প্রভৃতি ইবাদত সম্পাদন করে পাহাড়সম সাওয়াব নিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাজির হয়; কিন্তু তার হৃদয়ে তাওহীদ না থাকে, তাহলে আল্লাহ তার কোনো আমল কবুল করবেন না। একটি আমলেরও প্রতিদান দেবেন না। বরং তার সকল আমল হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা। কারণ, সে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফেলে রেখে এসেছে, যার মাধ্যমে সে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকবে।

তা ছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছেন, যতক্ষণ না তারা 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার রাসূল'–এ কথার সাক্ষ্য দেয় এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।

# প্রথম অধ্যায়

## তাওহীদের তাৎপর্য

তাওহীদই দ্বীনের মূল ভিত্তি। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর সর্বপ্রথম যে কর্তব্য আরোপ করেছেন— তা হলো তাওহীদ। এটি সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ চাওয়া। তাওহীদের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে, বক্ষগুলো প্রশস্ত হয়। তাওহীদই আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের শয়তানের দোসরদের থেকে পৃথক করে দেয়। একজন মানুষের তাওহীদ যত গভীর ও পূর্ণ হয়, আল্লাহর সান্নিধ্য ও সহায়তাও তত অধিক হয়। কারণ, তাওহীদ গ্রহণ ও তাওহীদ বাস্তবায়নের ভিত্তিতেই মানুষ ব্যবধানবিশিষ্ট হয়।

সালাফগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) তাওহীদকে শিরক, বিদ‘আত ও পাপের সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে এবং তাওহীদকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন—এ কথা আলেমসমাজ ও জ্ঞানানুসন্ধানী ছাত্রদের কাছে সুবিদিত। আর প্রকৃত তাওহীদের বাস্তবায়ন কেবল তাঁরাই করতে সক্ষম, যাঁদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা ও খাঁটি ঈমান বিদ্যমান।

### তাওহীদ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ কারা?

তাওহীদ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দিক থেকে সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠতম হলেন—নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম)। কেননা তাঁরা আদিষ্ট বিষয়সমূহ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ—শিরক, বিদআত ও নাফরমানি বর্জনের মাধ্যমে তাওহীদ

বাস্তবায়ন করেছেন। আর যে ব্যক্তি এ দাবি করে যে, তাঁরা তাওহীদ বাস্তবায়ন করেননি, অর্থাৎ তাঁরা শিরক, বিদআত ও নাফরমানি থেকে পবিত্র ছিলেন না; সে নিজেকে ইসলাম থেকে দায়মুক্ত করে নিলো এবং কুফর ও নিফাকের পোশাক পরিধান করলো। কারণ, নবী-রাসূলগণের দাওয়াতি তালিকার মূল বিষয়বস্তু ছিল–শিরককে সমূলে ধ্বংস করা, বিদআতকে বিলুপ্ত করা। অনন্তর তাঁদের দিকে তাওহীদ না বোঝার সম্বন্ধযুক্ত করা, অথবা তাওহীদ বাস্তবায়ন না করার অপবাদ দেওয়া, কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাকে অস্বীকার করার কারণে 'কুফরি'। কেননা তাঁদেরকে প্রেরণই করা হয়েছে শিরককে নির্বাপণ করে মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করার জন্য। সুতরাং এটা কীভাবে সম্ভব যে, তাঁরা তাওহীদ না জেনে ও না বোঝে তাওহীদের দাওয়াত দেবেন। তবে তো তা হবে তাঁদের দোষ-ত্রুটির প্রধান লক্ষ্যণ! আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রব, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই।

জেনে রাখুন—বান্দার তাওহীদ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যতটা গভীর ও পূর্ণ হয়, তার হৃদয়ও ততটা প্রশান্ত ও উদার হয়। কারণ, তাওহীদই বক্ষকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করার সবচেয়ে বড় উপাদান। বান্দার তাওহীদ যত মজবুত ও দৃঢ় হয়, তার বক্ষের প্রশস্ততাও তত বেড়ে যায়; তাওহীদ যত দুর্বল হয়, বক্ষের প্রশস্ততাও তত কমে যায়।

প্রকারান্তরে শিরক হলো বক্ষকে সংকীর্ণ ও বিপর্যস্ত করার মূল উপাদান। কারণ, একজন মুশরিক আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যকে অংশীদার ও সমকক্ষ নির্ধারণ করে, ফলে সে তার পালনকর্তা ও উপাস্যকে অবমূল্যায়ন করে। সে যখন এমন কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করলো—যে নাকি অন্যের অনুগ্রহ ছাড়া নিজেই নিজের উপকার করতে অক্ষম এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করতেও অক্ষম, তখন সে কীভাবে আরেকজনকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে?!

নবুওয়াত পরবর্তী সময়ে—যখনই মানুষের মধ্যে জাহালত (দ্বীনের ব্যাপারে মূর্খতা) বৃদ্ধি পেয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে বিকৃতি ও ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং জাহালত যত বাড়বে, শিরক ততই বিস্তৃত হবে। বিদআত ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং কুফরি কার্যকলাপও

বেড়ে যাবে। আর এ সবকিছুর মূল কারণ হলো দ্বীনের সঠিক জ্ঞান থেকে দূরে থাকা এবং দ্বীনি শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–"

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের বুক থেকে একেবারে ইলম ছিনিয়ে নেন না; বরং তিনি আলেমদের মৃত্যু ঘটিয়ে ইলম উঠিয়ে নেন। এমনকি যখন দেশে কোনো আলেম আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা নিজেদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফাতওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হবে, অন্যদেরও বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেবে।"[২৩]

উপরিউক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আমলওয়ালা রক্ষণশীল আলিমদের বিদায় জাহালত প্রকাশ ও মুসলিম উম্মাহর পথভ্রষ্টতার কারণ হবে। যেসমস্ত আলিমগণ আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে কিনে নিয়েছে, সমাজে তাদের উপস্থিতি পৃথিবীতে ফিতনা ও গোমরাহির কারণ হবে। আর অধিকাংশ আলিমই তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

> হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অধিকাংশই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, এবং তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে।"–*সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৪।*

২৩. সহীহ বুখারী, হা. নং : ১০০।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ তিন প্রকার। যথা;

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ।

২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ।

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত।

### তাওহীদের পরিচয়

তাওহীদ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো-একীকরণ, কোনো জিনিসকে এক বানানো, এক ও অদ্বিতীয় মনে করা ইত্যাদি।

ইসলামকে (দ্বীনুত-তাওহীদ) একত্ববাদের ধর্ম বলার কারণ হলো—এ ধর্মের মূল শিক্ষা আল্লাহ্ তা'আলাকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করা। তাঁর কোনো অংশীদার ও সমকক্ষ নেই; বরং তিনি তাঁর সত্তা, গুণ, শাসনকার্য এবং ইবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। মুসলিমরা

এক আল্লাহতে বিশ্বাসী বিধায় তারা একত্ববাদী। প্রকারান্তরে ইহুদিরা দুই ইলাহে এবং খ্রিস্টানরা তিন ইলাহে বিশ্বাস করে বলে তারা দ্বিত্ববাদী ও তৃত্ববাদী। আর হিন্দুরা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী—তাদের প্রায় তেত্রিশ কোটি দেবতা রয়েছে, সেসব দেবদেবীর (পূজা) উপাসনা তারা করে।

শরীআতের দৃষ্টিতে তাওহীদ হলো– আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা এবং তাঁকে সকল দিক থেকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করা। তিনি প্রভুত্ব, অভিভাবকত্ব ও (ইবাদত) দাসত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রেও এক ও অদ্বিতীয়। এসব বিষয়ে তাঁর কোনো অংশীদার ও সমকক্ষ নেই।

'তাওহীদ' শব্দটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবান থেকে উৎসারিত। যখন তিনি মুআয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন, তখন তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন–"

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى

নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবের একটি জাতির কাছে যাচ্ছো। সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহর তাওহীদের (একত্ববাদের) দিকে আহ্বান করবে।"[২৫]

এই হাদীস থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হবে তাওহীদ দিয়ে। প্রথমেই তাওহীদের দিতে হবে। মানুষের অন্তরে একক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস তৈরি করা এবং এক ইলাহের ইবাদতের বীজ বপন করাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। আর এটাই দ্বীনুত-তাওহীদের একক বৈশিষ্ট্য।

২৫. সহীহ বুখারী, হা. নং : ৭৩৭২।

### তাওহীদের ভাগবন্টন: এ নিয়ে কিছু কথা

আসলে তাওহীদকে কোনো নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করার বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। বরং প্রাচীনকাল থেকেই উম্মাহর মান্যবর, অনুসৃত ও প্রথিতযশা আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বোঝার সুবিধার্থে, তাওহীদকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ তাওহীদকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। কেউ আবার তিনভাগে ভাগ করেন। আবার কেউ কেউ একে চার ভাগেও বিভক্ত করেছেন। তবে এসব বিভক্তি ও ভাগবন্টনে কোনো বৈপরীত্য নেই। বরং একটি আরেকটির অন্তর্গত বিষয়। একটির সাথে অপরটির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। এটা উচিতও নয়।

আল্লাহ তা'আলার দিক বিবেচনায় তাওহীদ তিন প্রকার–১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ। ২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ। ৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত। কেউ কেউ এখানে চতুর্থ আরেকটি প্রকার পৃথকভাবে উল্লেখ করেন—সেটি হলো–৪. তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ। আসলে এটি তাওহীদের স্বতন্ত্র কোনো প্রকার নয়; বরং তা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর অন্তর্গত ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বিধানদাতা, তিনি আইন প্রণয়নের মালিক–এ দিক বিবেচনায় 'তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ' তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর অন্তর্গত। আর আমরা তাঁর আইন ও বিধান মোতাবেক ইহকালের জীবন অতিবাহিত করবো, জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফায়সালা করবো– এ দিক বিবেচনায় তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা ইবাদাহর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকারন্তরে বান্দাদের দিক বিবেচনায় তাওহীদ দুই প্রকার–১. তাওহীদুল মা'রিফাতি ওয়াল-ইসবাত। ২. তাওহীদুল কাসদি ওয়াত-ত্বলাব। তাওহীদুল মা'রিফাতি ওয়াল-ইসবাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত। একে তাওহীদুল ‘মা’রিফা’ নামকরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা’আলার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কর্ম, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী থেকে। আর ‘ইসবাত’ মানে হলো আল্লাহ তা’আলা নিজের জন্য যেসমস্ত নাম–গুণ ও কর্ম সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে সাব্যস্ত ও স্বীকার করা। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা।

প্রকারান্তরে তাওহীদুল কাসদি ওয়াত-ত্বলাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ। আর একে তাওহীদুল কাসদি ওয়াত-ত্বলাব নামকরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, বান্দা তার কথা, কাজ ও আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে আল্লাহ তা’আলার ইবাদতে নিয়োজিত হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি কামনা করবে।

এ ছাড়াও এই দুই প্রকার তাওহীদকে বিভিন্ন নামে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো আলিম একে আত-তাওহীদুল ইলমী আল-খাবারি এবং আত-তাওহীদুল ইরাদি ওয়াত-ত্বলাবি নামে ব্যক্ত করেন। আবার কেউ কেউ আত-তাওহীদুল কাওলি ও আত-তাওহীদুল আমালি নামে প্রকাশ করেন। কেউ কেউ আবার তাওহীদুস সিয়াদা ও তাওহীদুল ইবাদাহ নামেও ব্যক্ত করেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম তাওহীদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আহলুল কালাম (কালামপন্থিদের) নিকটও তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত; যেমন–“১. তাওহীদুয-যাত। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা তাঁর সত্তায় এক ও অদ্বিতীয়। এতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। ২. তাওহীদুস-সিফাত। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা তাঁর গুণাবলীতে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো সাদৃশ্য ও উপমা নেই। ৩. তাওহীদুল

আফ'আল। অর্থাৎ তিনি তাঁর কর্মে এক ও অদ্বিতীয়। এ ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো অংশীদার নেই।"[২৬]

তবে কালামপন্থিদের এই বিভাজনে অপূর্ণতা ও ত্রুটি রয়েছে। উপরিউক্ত তিন প্রকার থেকে কেবল তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত সাব্যস্ত হয়, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ প্রমাণিত হয় না। তাদের শ্রেণিবিন্যাসে উলূহিয়্যাহর স্থান নেই।

অনেকেই তাওহীদের এই বিভাজনকে অস্বীকার করেন। বিশেষ করে সমসাময়িক কিছু আলিম বলে থাকেন যে, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্য থেকে তাওহীদের এই বিভাজন প্রমাণিত নয়।

কেউ কেউ আরো একধাপ এগিয়ে এই বিভাজনকে বিদআত বলে অপপ্রচার চালান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা বিদআতের পরিচয় ও বাস্তবতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন না

তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবং আপত্তির জবাবে এখানে আমরা দুটো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আশা করি এতে তাদের সংশয় দূরীভূত হবে এবং এ বিষয়ে অনর্থক বিতর্কের অবসান ঘটবে।

প্রথম কথা হলো : কুরআন-সুন্নাহতে তাওহীদের এই তিনটি প্রকার এমন যূথবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধভাবে বিবৃত না হলেও প্রত্যেকটি প্রকারের মৌলিক আলোচনা কুরআন-সুন্নাহতে বিদ্যমান। পৃথক পৃথকভাবে খুব গুরুত্বের সাথে প্রতিটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আসছে)।

কুরআন-সুন্নাহ থেকে যার ভিত্তি প্রমাণিত, তা কখনও বিদআত হয় না। তা ছাড়া তাওহীদের এই শ্রেণিবিন্যাস 'পরিভাষা সংক্রান্ত' বিষয়।

২৬. আল-মুসামারা ফী শরহিল মুসায়ারা, পৃষ্ঠা: ৪৬–৪৭, প্রকাশনী: আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত-তুরাস, কায়রো, মিশর।